দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 09 MAY 2005
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে শিক্ষক বিনিময় প্রথা চালুর আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্যভিত্তিক বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থার দাবী জানিয়ে বলা হয়েছে, সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের মানসিকতার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় ধারাবাহিকতা বিনষ্টসহ অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। সভায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় দলীয় দাপটের ফলশ্রুতিতে শিক্ষকদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন ও নিপীড়নের কথা উল্লেখ করে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে এলাকাভিত্তিক শিক্ষক বিনিময়/বদলি প্রথা চালুর জন্য দাবী জানানো হয়। এর ফলে একদিকে শিক্ষকেরা রেহাই পাবেন, অন্যদিকে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে। সভায় শিক্ষায় ক্রম হ্রাসমান অর্থ বরাদ্দে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিনিয়োগ বৃদ্ধির দাবী জানানো হয়। সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ৮ দফা দাবীতে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের চলমান আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের সাথে একধাপে জাতীয় পে-স্কেল ও সরকারের নির্বাচনকালে প্রতিশ্রুত ১০% বর্ধিত বেতন আদায়, পরীক্ষায় খারাপ ফলের ভুল তথ্য ও স্টাফিং প্যাটার্নের অপব্যাখ্যা দিয়ে এবং ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা আরোপসহ বিভিন্ন অজুহাতে সরকারী বেতন-ভাতা/এমপিও স্থগিতের আদেশ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারীকৃত কালাকানুনসমূহ প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করতে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করা হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির প্রধান উপদেষ্টা শেখ আমানুল্লাহ, শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সেক্রেটারী জেনারেল প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমেদ, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সহসভাপতি এস এম এ জলিল, কাজী আব্দুল লতিফ, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব খান মোশাররেফ হোসেন প্রমুখ।